দৈনিক ইনকিলাব

27 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিগ্রী পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস, সাবসিডিয়ারী ও সার্টিফিকেট কোর্স) পরীক্ষার ফল গত বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী বিষয়ে ৬ নম্বর ও সর্বমোট নম্বরের ক্ষেত্রে আরো ১ গ্রেস দেয়ার পর এবার ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৪.৭৭%। গত বছর প্রকাশিত ২০০১ সালের ডিগ্রী পরীক্ষাতেও ইংরেজী বিষয়ে ৬ নম্বর গ্রেস দেয়ার পর পাসের হার ওঠেছিল ৩৪.২৯%। উল্লেখ্য, এবারের মত এত খারাপ ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এই ১০ বছরের ইতিহাসে আর কখনই হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের এই রেকর্ড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে খবরে বালা হয়েছে যে, নকল রোধ ও দেশের সকল কলেজে আসন বিনিময় (এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজ কেন্দ্রে বসে পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা) এই ভয়াবহ ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। নকল কমিয়ে এবার পাসের হার বাড়ানো হয়নি। যোগ্য পরীক্ষার্থীরাই পাস করেছে এবং মেধা তালিকায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। অখ্যাত কলেজগুলো আর মেধা তালিকায় স্থান পায়নি। এবারের ফলাফল সন্তোষজনক। বলার অপেক্ষা রাখে না, নকল রোধ ও সকল কলেজে আসন বিনিময় পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অসদুপায় থেকে মুক্ত রাখা অর্থাৎ সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য। এই পদক্ষেপ গ্রহণের দরুন পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ে যে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্টি প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। নকল রোধ ও সকল কলেজে আসন বিনিময় ছাড়াও ফল বিপর্যয়ের আরো কিছু গভীর কারণ থাকা বিচিত্র নয়। এ প্রসঙ্গে নামী-দামী কলেজের প্রিন্সিপাল ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ভিন্নমত রয়েছে। তাদের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ কলেজে শিক্ষাদানের মত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, ইংরেজী শিক্ষকের স্বল্পতা, কলেজ কর্তৃপক্ষের নানা দুর্নীতি, কলেজে নিয়মিত ক্লাস না হওয়া এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিটরিং তথা সুপারভিশনই এজন্য দায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, গত ২ বছর যাবৎ অধীনস্থ কলেজগুলোর ওপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাডেমিক সুপারভিশন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কলেজগুলোর ওপর বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ নেই। গত বছরের পরীক্ষায় যেসব কলেজ খারাপ করেছিল এবং পাসের হার শূন্য ছিল সেসব কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত হলেও 'কারণ দর্শাও' নোটিশ ছাড়া এখনো তাদের বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। খবরে ওয়াকিবহাল মহলের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কিছু কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হলে অন্যরা সতর্ক হয়ে যেত এবং তারা ফলাফল ভাল করার জন্য লেখাপড়ায় মানোন্নয়নের দিকে নজর দিত। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষাবিদ ও ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্যও গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা-সংকটের সূত্র এখানেই নিহিত রয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক না থাকলে কিংবা শিক্ষকের স্বল্পতা থাকলে পড়াশোনার মানোন্নয়নের আশা কোনভাবেই করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কলেজে যদি নিয়মিত ক্লাস না হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার উন্নতি কিভাবে ঘটাবে? তৃতীয়তঃ কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থা গ্রহণে তারা মনোযোগী হবেন কি করে? চতুর্থতঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার মনিটরিং ও সুপারভিশন নিয়মিত ও যথাযথভাবে না করে, তাহলে কলেজগুলো লাগামহীনভাবে চলবে– এটাইতো স্বাভাবিক। বলার অপেক্ষা রাখে না, ডিগ্রী পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের যে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে নকল রোধ ছাড়াও উপরে উল্লেখিত কারণগুলোও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, দেশে শিক্ষার ওপর মুখে মুখে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বের স্বাক্ষর নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলই যে কোন না কোনভাবে এই শৈথিল্যের ও উদাসীনতার জন্য দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাঙ্গন অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষার তথা জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র। এখানে ন্যূনতম কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কিংবা শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। এই বাস্তবতা যদি ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গন কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক মহল, সরকার– সকলে সমভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে কার্যক্ষেত্রে মান্য করতেন, তাহলে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হতো। পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দিয়ে এরকম ফল বিপর্যয়ের শিকার হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে ফিরুক– এটা কোন অভিভাবক যেমন চান না, তেমনি জাতিও চাইতে পারে না। কেননা, এতে সামগ্রিক বিবেচনায় জাতীয় সম্পদেরই অপচয় ঘটে থাকে। এই অপচয় রোধ করা জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই অপরিহার্য।